অনির্বাণ

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩-২০২৪

পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়

পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া

অনির্বাণ

প্রকাশক	:	ড. সন্তোষ কোনার অধ্যক্ষ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয় পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া পিন – ৭২২২০৬
পত্রিকা সম্পাদক	:	ড. ঋতুশ্রী সেনগুপ্ত
মুদ্রণ	:	প্রোভিউ কম্পিউটার সেন্টার বর্ধমান
প্রকাশকাল	:	১৫ আগষ্ট, ২০২৩

As the Head of the institution, I have nurtured Patrasayer Mahavidyalaya as my dream since the beginning of my tenure here. I imagine that someday this college will be able to touch the zenith of success. Like every year I am feeling extremely proud to announce the publication of our college magazine *ANIRBAN* for the session 2023-2024. I am thankful to the students and the students' union for taking this initiative and setting a brilliant example for the future students who will be a part of the institution in the future.

This academic year has been beautifully productive for the college. As an institution of Higher Education, the college has been accredited by NAAC and has been awarded with Grade B. Indeed it is a magnificent achievement for the college in terms of academic credibility and this success would not have been achieved if the entire college had not rose up to the call of the occasion. Therefore, I want to take this opportunity to humbly thank all my staff members and the students for their relentless participation and extraordinary contribution towards making the college shine in its true glory.

After the NAAC accreditation, we are now embracing the New Education Policy where we will heartily accommodate our students for four years with a stronger promise of shaping them as responsible citizens of the nation. Our dedication, like always, is to provide the students with the best experience of their educational years and through the yearly publication of *ANIRBAN*, we attempt to manifest our core institutional values.

I am very much thankful to Chatra Sansad of Patrasayer Mahavidyalaya for their active initiative towards the publication of the college magazine. My sincere regards to my staff and students who have contributed their own pieces in this magazine. I am indebted to all the members of the Governing Body for their constant support and sincere interest towards the development of the college. Lastly, I express my gratitude to the Editor and the Magazine committee of the college for making *ANIRBAN* a remarkable tradition of Patrasayer Mahavidyalaya.

I wish this legacy of solidarity be ever present in this institution.

Dr. Santosh Koner
Principal
Patrasayer Mahavidyalaya

Editorial

"The weight of the world is love.
Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction
The weight, the weight we carry is love."

-Allen Ginsberg

Love, is a very powerful word. In the world of selfishness, despair and greed, it is love that keeps us moving. Over the years I have come to believe that all the gashes of worldly cruelties can only be healed by love. Anirban too is a creation of that beautiful emotion. Deviating from all the set rules of editing a magazine, every year the making of Anirban becomes an intensely personal journey for me. As students pour their writings on my desk, I keep hoarding their faces in my memory and like every year as I begin to write the Editorial for Anirban, a strong sense of nostalgia grows inside me. I keep digressing and remembering my former years with my old students. Sometimes I even reopen the old files full of literary submissions from previous years and as layers of dust sits between the fringes of my fingers, I rediscover love. This is a love that rises above professional walls, infringing into the domain of the personal, blurring the dichotomies of the present and past.

It is this love of creation, the penultimate poiesis which I feel is my responsibility to endow my students with. As the world is crushing with warfare, rising human complexities, death rows, destruction and as a civilization we are faithlessly headed towards nowhere, the only hope that we must dearly nurture is the force of our future generations. We can expect that they will not make the same mistakes which we already have.

The endlessness of human needs has always taught as, as Thomas Hobbes puts it, to be "nasty, brutish and short" (*Leviathan*). I almost believed it to be true and then like a rainbow in my otherwise solipsistic reality came forward fresh bands of wonderfully spirited people whom I learnt to recognize as my own tribe.

To conclude, Anirban 2023-2024 is not just a college magazine for me. It is a constant reminder of the potential that a rustic seat of higher education can possess and how limitless can be its manifestation. The team of Patrasayer Mahavidyalaya, I heartily congratulate for the NAAC accreditation which has been so powerfully earned under the radiant leadership of the Principal Dr. Santosh Koner and the compelling tenacity of the IQAC coordinator Ms. Aparajita Mukherjee. It is this spirit of the college that the students imbibe, the teachers display and the trees live to tell the tale. As I close the casket for another year, dear readers, as you embark on your reading journey, I only request that you overlook the trivialities and errors of my writers, poets and painters, fondly acknowledging the efforts of a batch of inexperienced and young undergraduates who dared to stand up for their magazine, *Anirban*, simply out of love. To their relentless zeal and effort, I humbly take a bow.

Adieu!

Dr. Ritushree Sengupta
Editor
'Anirban'
Patrasayer Mahavidyalaya

ছাত্র সংসদ বার্তা

আমাদের চিন্তনে, মননে সদা জাগ্রত, আমাদের সকলের প্রাণ প্রিয় পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য আমরা পাত্রসায়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সদা সচেষ্ট। বিগত কয়েক বছর ধরে চলা করোনা মহামারি সহ নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মহাবিদ্যালয় আবার তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে। ফলস্বরূপ পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয় NAAC ভিজিট করাতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে এটি NAAC এর আওতাধীন 'B' গ্রেড মহাবিদ্যালয় বা কলেজ। যা কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের পাত্রসায়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই মহাবিদ্যালয়ের সাফল্য মানে সেটা পাত্রসায়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদেরও সাফল্য। এই সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং ছাত্র -ছাত্রীদের যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের পাশে থাকতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই সঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও হৃদয়ের উষ্ণ অভিনন্দন।

বর্তমানে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নবীন বরণ, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক শৈত্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মনীষীদের জন্ম জয়ন্তী পালন, বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিষয় ভিত্তিক পঠন-পাঠন উপযোগী বই পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রত্যেক বিভাগে পাঠক্রম অনুযায়ী 'Book Bank' এর ব্যাবস্থা করতে সমর্থ হয়েছি।

এই সকল কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আমরা পাত্রসায়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে আবেদন রেখেছি যে, পর্যাপ্ত শ্রেণি কক্ষের জন্য মহাবিদ্যালয়ের ভবনের সম্প্রসারণ করতে হবে, একটি সাইকেল গ্যারেজ এবং একটি স্টুডেন্ট ক্যানটিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সব শেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, তারা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে পঁচাত্তর শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থেকে মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

ধন্যবাদান্তে –

ছাত্রসংসদ

পাত্রসায়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

সূচিপত্র

কবিতাগুচ্ছ ❑ ড. সন্দীপ বর ০১
বৃষ্টি ❑ সুরজিৎ শাল ০২
কেউ আপন নয় ❑ রুবিনা খাতুন ০৩
ছোট পাখি ❑ রাখহরি দে ০৪
ভয় ❑ আমিনা খাতুন ০৪
ঋতু ❑ রূপা পাঠক ০৫
আমার প্রিয় কলেজ ❑ সন্দিপ মালিক ০৬
প্রকৃত বন্ধু ❑ শ্রাবন্তি কর্মকার ০৭
মশা ❑ বলরাম কোলে ০৮
বৃষ্টি নেমে আয় ❑ তিয়াশা বাগ ০৯
কলেজের দিনগুলো ❑ সাথী সরকার ১১
গ্রীষ্ম ❑ দিশা ঘোষ ১২
সংগ্রামী মন ❑ রাখি ব্যানার্জি ১২
যুগ-সারথি ❑ প্রভাত ঘোষাল ১৩
কবিতা মালা ❑ তনুশ্রী কর্মকার ১৪
নতুনত্ব ❑ পায়েল ঘোষ ১৫
খাঁচার পাখি ❑ কার্ত্তিক চন্দ্র বাড়ী ১৬
মতি ❑ তৃণা গুপ্ত ১৭
পাহাড়ের স্মৃতি ❑ অনুশ্রী দে ১৯
ডিমেনশিয়া ❑ শান্তিময় ঘোষ ২১
অন্য-মনস্ক ❑ দীপঙ্কর ধাড়া ২৩
কে শ্রেষ্ঠ ❑ অচিন্ত্য কুণ্ডু ২৬
World of Fantasy ❑ Trina Gupta ২৮
Mirror ❑ Dr. Ritushree Sengupta ২৯
The Mother (Mira Richard) on the *Dhammapada* ❑ Dr. Priya Jyoti Samanta ৩০
Women's Empowerment: Reality, Myth and Ideal ❑ Ziaur Rahaman ৩৭
The Process of assessment and accreditation by NAAC: An Overview ❑ Ms. Aparajita Mukherjee ৪৩
The Golden Achievements of the Patrasayer Mahavidyalaya ❑ Oishi Bhattacharjee ৪৫
A Glimpse of Few College Activities ৪৬
চিত্রকলা ৪৭
GALLERY ৫১

কবিতাগুচ্ছ

ড. সন্দীপ বর
সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), বাংলা বিভাগ

হাওড়া ব্রীজ

শত শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছো তুমি !
ইতিহাস বদলে গেছে ; বদলাওনি তুমি।
গঙ্গার ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে দিবা নিশি,
করে যাও মানব সেবা; এই তোমার সংকল্প,
তাই আজো তোমার; নেই কোন বিকল্প।

তুমি আছো তাই;
শহর কলকাতা-হাওড়া হয়ে আছে সচল,
রোদে পুড়ে জলে ভিজে;
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছো অবিচল।
তোমার অশেষ কৃপায়; বাঙালি গর্বিত হয়,
বিশ্বের দুয়ারে তুমি বাংলার মুখ।
তোমার টানে আজো শত শত মানুষ,
ছুটে আসে গঙ্গা পাড়ে; তোমার দর্শনে।

নাম তোমার রবীন্দ্র সেতু হলেও,
জগৎ চেনে হাওড়া ব্রিজ নামে।
আজো তুমি তুলনাহীন; এক ও অদ্বিতীয়,
ভূ-ভারতে তোমার জুড়ি মেলা ভার...!

অপরিবর্তিত সমাজ

ভাবিনি কোনো দিন,
এমনি ভাবে হেরে যাব একদিন।
আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম,
ভাগ্যের চাকাটা ঘোরাতে ।
কিন্তু একের পর এক ব্যর্থতার কালো মেঘ,
আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে;
এমন ভাবে জড়িয়ে ধরলো!
যেখান থেকে আর,
বেরোনোর সামর্থ রইল না।
পূর্ণ হলো না বাবা-মায়ের স্বপ্ন!
তাঁরা ভাবতো প্রতি নিয়ত;
একদিন তাদের সন্তান ঘুচিয়ে দেবে,
দারিদ্র্যের সকল অন্ধকার।
জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে,
প্রতিদিন যখন একরাশ হতাশা নিয়ে,
বাড়ি ফিরে আসতো।
তখন প্রতিবেশীর ব্যঙ্গ-লাঞ্ছনা,
তাকে নিয়ে যেত আরো;
হতাশার গভীর অন্ধকারে।
একদিকে দারিদ্র্যের হাহাকার,
অন্যদিকে সামাজিক অপমান।
তাকে তিলেতিলে নিয়ে গেল,
নিশ্চিত অপমৃত্যুর অভিমুখে।
একরাশ অভিমান-অপমান-ব্যর্থতা বুকে নিয়ে,
বাবা-মায়ের বুক খালি করে তার চলে যাওয়া।
বর্তমান সমাজের অন্তঃসার শূন্যতাকে,
যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।
সমাজ তুমি আজোও; যে তিমিরে ছিলে,
সেই তিমিরেই আছো।
বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেলেও,
মুনাফার যাঁতাকলে তুমি আবদ্ধ।

বৃষ্টি

সুরজিৎ পাল
ষষ্ঠ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

বৃষ্টি মানেই আষাঢ় শ্রাবণ
উপচে পড়া পুকুর,
বৃষ্টি মানে এক নাগাড়ে
শুধুই টাপুর টুপুর।
বৃষ্টি মানে আকাশ কালো
বকের উড়ে যাওয়া,
বৃষ্টি মানেই কদমফুলের
গন্ধে ভরে যাওয়া।
বৃষ্টি মানে মাঠে মাঠে
সবুজ ঘাসের মাথা,
বৃষ্টি মানে রেনকোট আর রঙ বে-রঙের ছাতা।
বৃষ্টি মানে কৃষক খুশি
স্বপ্ন দেখা শুরু
বৃষ্টি মানে যখন তখন
মনটা উড়ু উড়ু।
বৃষ্টি মানে রান্না ঘরের
গন্ধ তেলেভাজার,
বৃষ্টি মানে রাতের বেলায়
খিঁচুড়ি আর আচার।
বৃষ্টি মানে গ্যাঙর গ্যাঙ্
পুকুরেতে ডাকছে ব্যাঙ,
বৃষ্টি মানে কলেজ ছুটি
পড়া নেই, ড্যাং ড্যাং ড্যাং।

কেউ আপন নয়

রুবিনা খাতুন
চতুর্থ সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ

কেন রোজ কুয়াশায় ঢাকা আলসেমি ভোর দূর হয়ে প্রভাতের সূচনা হয়?
এই মোহময় জগৎ সংসারে কেউ-ই আপন নয়।
তবুও ক্ষণিকের জন্য পাশে থাকতেই হয়...,
সময়ের অন্তরালে অনেক প্রিয় মানুষজনও ঋতুর মত বদলে যায়।
এমনকি ভালোবাসার ঘেরা সুন্দর কিছু মুহূর্তও নিমেষে
সময়ের করাল গ্রাসে স্মৃতিতে পরিণত হয়,
যেন আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন...।
হাওয়া বদলে শুধু প্রতিভা, কিছু স্মৃতি বিকেলের ছায়ার
মত বেড়ে বেড়ে নিজের সঙ্গে যায়...
সব প্রিয় ফুল শুধু একা তোমার নয়।

ছোট পাখি

রাখহরি দে
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ

ছোট পাখি
অবুঝ তার মন,
কেউ জানে না জগৎ জুড়ে
কে তার আপনজন,
আপনমনে ঘুরে বেড়ায়
নীল আকাশের বুকে,
তাইতো নিজে দুখী হয়েও
সুখী সবার চোখে।

ভয়

আমিনা খাতুন
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ

উড়তে যখন ফেলেছো শিখে
দিলাম তোমায় উড়তে,
স্বার্থপর আর সর্বনাশা...
জগতে দিলাম ঘুরতে।
এদিকে যাও, ঐদিকে যাও,
মন যেইদিকে চায়,
ফিরে এসো মোর ভগ্ন কুটিরে
ভর সন্ধ্যাবেলায়।
ভুলে যেওনা কুটিরের পথ
স্বাধীনতার আনন্দ স্বাদে,
অপেক্ষারত আছে একজন
কুটিরে অবসাদে।
চিন্তার ভাঁজ কপালে আর
হারানোর ভয় চোখে,
দুশ্চিন্তার প্রহর চলছে কেটে
দুঃস্বপ্ন দেখে দেখে।
মন বলছে ফিরবে তুমি
ভগ্ন কুটিরখানায়,
বদলে তুমি যেও নাকো
স্বাধীনতার নেশায়।

ঋতু

রূপা পাঠক
প্রথম সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ

আমি একটা পরিকে দেখেছি
তার গায়ে সাদা পোশাক,
সাদা ফুল দিয়ে তার গহনা
তৈরি করেছিল বিধাতা।
সব মিলিয়ে তার নাম রেখেছিল শুভ্রতা
একদিন সে নেমে এল পৃথিবীতে।
শিশু ও পশুপাখি এবং ফুলেদের সাথে খেলতে
নাচতে, গাইতে ও শেখাতে,
ডানা মেলতে।
কিন্তু এই সমাজ তার গায়ে লাগাল কলঙ্ক
করল তাকে অভিশপ্ত
তখন থেকে বছরে দুটি মাস হলো তপ্ত
তারপর পৃথিবীকে নতুন করে করল সৃষ্টি
তারপর পৃথিবীতে নামল বৃষ্টি।
পরে কালো মেঘ সরিয়ে আকাশকে করল নীল
তখনি ঘটল শরৎ ও শিউলির মিল।
চারিদিকে প্রকৃতি হল দুরন্ত
পৃথিবীতে তখন নামল হেমন্ত
তারপর পড়ল ঠান্ডা সবাই হল ভীত
তার নাম হল শীত।
তারপর ডাকল কোকিল গাছে গজাল কচিপাতা
এল আনন্দ অফুরন্ত সেই হল বসন্ত।

আমার প্রিয় কলেজ

সন্দিপ মালিক
দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

২০২০-তে পথচলা শুরু
তোমার সাথে।
পথচলা থেমে যাবে
২০২৩-এ।
প্রথম প্রথম তোমার কাছে
আসতে লাগত ভয়,
এখন তোমায় ছেড়ে চলে যাব
মনটা কেমন হয়।
প্রতিটা ক্লাসরুম, সমস্ত বেঞ্চ
পুরো কলেজ ক্যাম্পাস
তোমরা আমার মনে
আজীবন করবে বাস।
তোমার কাছে চিরঋণী
হয়ে থাকব আমি,
শিক্ষাদানের সাথে সাথে
মানুষ করেছ তুমি।
জীবনের কিছু মুহূর্ত
কাটালাম তোমার সাথে,
কিছু স্মৃতি, কিছু মুহূর্ত, রয়ে যাবে
আমার মনেতে।
শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী
সমস্ত বন্ধু-বান্ধবী,
সবাইকে করবো মিস,
তোমাকে আমি ভুলিব না
করিলাম প্রমিস।।

প্রকৃত বন্ধু

শ্রাবন্তি কর্মকার
ষষ্ঠ সেমেস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

সুসময়ের অনেক বন্ধু হয় বটে,
প্রকৃত বন্ধু চেনা যায় প্রেক্ষাপটে।
সুসময়ে যার মুখে মধুর বাণী ফোটে,
অসময়ে সবার আগে সেই পিছু হটে।

বন্ধু তুমি পাবে কত শত
চাহিদা যদি মেটাও ইচ্ছে মত,
যখন তোমার অঢেল টাকা-কড়ি
বন্ধু থাকবে তোমার অবনী জুড়ি।

চারিদিকে যখন তোমার তমসা অম্বর,
তখনি বুঝবে তুমি বন্ধুকে এক নম্বর।
প্রকৃত বন্ধু তারপরেও চেনা বড় দায়,
ভাগ্যচক্রে হাতে গোনা লোকই তা চিনতে পায়
বন্ধুর দুঃসময়ে যে বাড়ায় সহযোগিতার হাত
তার মাঝেই নিহিত আগামীর সুপ্রভাত।

বন্ধুত্ব হলো পবিত্র বন্ধন
রাখবো হৃদয়ে ধরে,
বন্ধুই সবার হৃৎস্পন্দন
থাকবে আলো করে।

মশা

বলরাম কোলে
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইতিহাস বিভাগ

পড়ার সময় মশার কামড়
একি ভীষণ জ্বালা,
কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করে
কানটা ঝালাপালা !

যতই বলি মাফ কর ভাই
পায়ে তোমার পড়ি
পা ছাড়িয়ে মশা বলে
I am very sorry !

আমার নাম মশা
রক্ত খাওয়া পেশা
জন্ম আমার ড্রেনে
বুদ্ধি থাকে ব্রেনে।
আমার থেকে বাঁচতে হলে
কয়েল জ্বালাও তবে,
যাচ্ছ ঘুমে আর দেরি নয়
মশারী টাঙাও সবে।

বৃষ্টি নেমে আয়

তিয়াশা বাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ

শ্রাবণের সেই দিনটার কথা খুব মনে পড়ে,
কালো মেঘে আকাশ ছুঁয়ে যাবার পর,
যখন বৃষ্টি এলো
মুছে গিয়েছিল মনের ভেতরের সব ক্ষত
অশ্রু বর্ষণ হার মানিয়েছিল সেই তুমুল শ্রাবণের ধারাকেও,
সিক্ত করেছিল বিদীর্ণ হৃদয়টাকে।
তারপর অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেছে
বছর ঘুরে আজ আবার সেই দিনটা।
একদিন তুমি বলেছিলে,
"মনটাকে আকাশের মত উদার রেখো আর পর্বতের মতো মৌন"
তারপর সেই আকাশের মত মন, পর্বতের মত নীরব থাকায়,
জমেছে হাজার হাজার কালো মেঘ,
বৃষ্টি নামেনি
মনের কালো মেঘগুলো
রূপ নিয়েছে কালো কালির লেখাতে।
তোমার চোখগুলো
অনেক সময় একটা লাইব্রেরির মত মনে হয়।
হাজার হাজার গল্প, কবিতা
যা এক নিমেষে পড়ে ফেলা যায় একদৃষ্টিতে
সেসব লেখা পড়তে পড়তে,
কখন যে নিজের ভেতরের স্বত্তাটাকে
তোমাতে হারিয়ে ফেলেছি,
বুঝতে পারিনি।
না বলা হাজারো শব্দ,
ডাইরির খাতায় জমে গেছে কালো মেঘের মতো,

যা কেবলই জমতে থাকে
বলা হয় না কিছুই।
বর্ষনের তৃষ্ণায় মন হাহাকার শুরু করেছে
এক চাতকের মত।
কালো মেঘের মতো কলমের কালি,
আজ ভরিয়ে দিচ্ছে ডায়রির শেষ পাতাটুকু,
মনের আকাশে বৃষ্টি নামেনি অনেকদিন
আজ বুঝি নামবে!
সেই দিনের মতো..!
দুটো চোখের সাহিত্য পড়তে গিয়ে,
রবীন্দ্রনাথ থেকে শেক্সপিয়ার
সব ভুলে গেছি!!
বৃষ্টি,
এবার তুই নেমে আয়
ভর্তি খাতার প্রত্যেকটা পাতা,
উড়িয়ে নিয়ে যা তার কাছে
ঘুচিয়ে ফেল সমস্ত কালিমা,
সমস্ত মেঘ ছিঁড়ে ফেল,
দে আমায় সেই বসন্তের নীল মেঘ,
দে আরো একটা ফাঁকা খাতা।
নয়তো,
প্রবল ঝাপটায় ধুয়ে ফেল সব লেখা
মুছে ফেল সবকিছু,
আরো একবার নিজেকে হারা
আমার প্রবল অশ্রু বর্ষণের কাছে,
বৃষ্টি, তুই আবারও আয়,
মন পড়ে থাক তারই কাছে।।

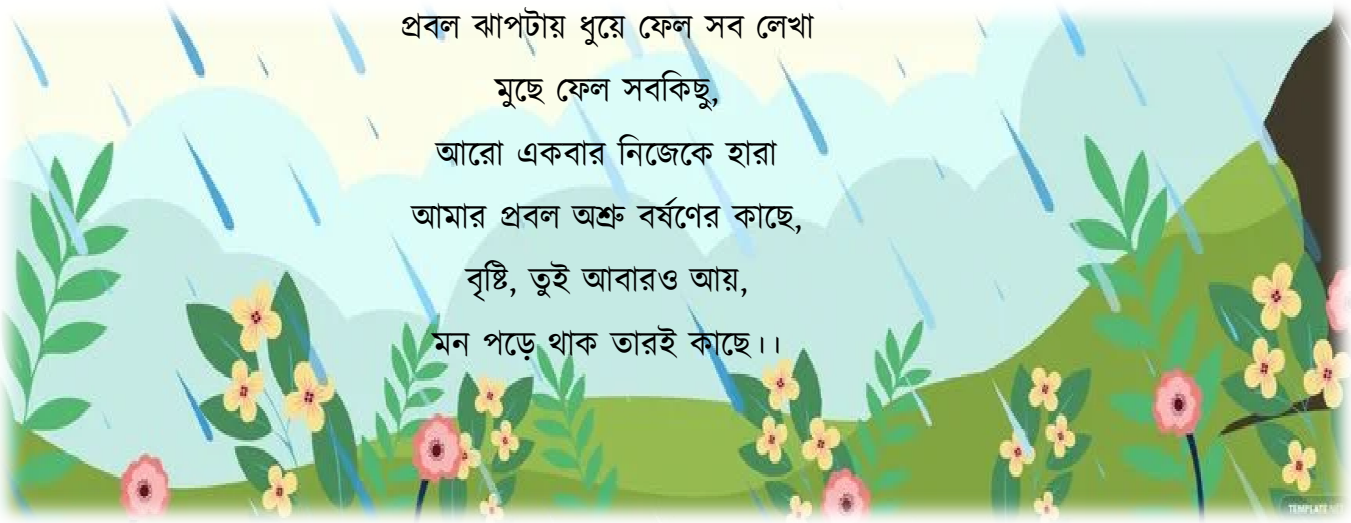

কলেজের দিনগুলো

সাথী সরকার

ষষ্ঠ সেমেস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

জানিনা আবার কবে দেখা হবে
বন্ধুদের সবার,
জানিনা ফিরে আসবে কিনা
এই দিনটা আবার।
মনে আছে সবাই মিলে
ক্লাস বন্ধ করেছিলাম,
কলেজের নামে সিনেমা হলে
সিনেমা দেখেছিলাম।
এক্সামের দু'দিন আগে
কতই না পরিশ্রম করেছিলাম,
দুঘন্টা ধরে বসে বসে
এক্সামও দিয়েছিলাম.
মনটা শুধু আজ আমার
এক কথাই বলে,
কলেজের এই দিনগুলো
কেন এভাবে গেল চলে।
ঘন্টার পর ঘন্টা টিচারদের
বোরিং লেকচার শুনেছিলাম,
ক্লাস বন্ধ করার জন্য
কত বকা ঝকা খেয়েছিলাম।
মনটা শুধু আজ আমার
সেই এক কথাই বলে,
কলেজের দিনগুলো
কেন এভাবে গেল চলে।

গ্রীষ্ম

দিশা ঘোষ
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

বছরের শুরু বৈশাখ মাস
নতুন মেঘ, নতুন আকাশ
তাইতো জানাই শুরুতেই আজ
মিটুক সবার মনের আশ।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস
গ্রীষ্ম করে বাংলায় বাস
শুকায় যত মাঠের ঘাস
সহজ নয়কো চাষবাস।

গরম দিন, গরম রাত
বইছে শুধু উষ্ণ বাতাস
আম, লিচু সবার সেরা
এই গ্রীষ্মেই পাচ্ছি মোরা।

বিকাল হলেই কালবৈশাখী
গ্রীষ্মে তোমায় শীর্ষে রাখি
আষাঢ়েতে হবে শেষ
গ্রীষ্মের এই অগ্নি ক্লেশ।

সংগ্রামী মন

রাখী ব্যানার্জী
ষষ্ঠ সেমেস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

চলতে হবে অনেকটা দূর
পথে হাজার বাধা,
নিতে হবে সফলতার স্বাদ
তাতে হোক না জীবন গাঁথা।
চলছে চলুক বৃষ্টি-তুফান,
ভীষণ শক্তিক্ষয়,
মনের জোরে শক্তি আবার জয় করতে হয়।
অপ্রাপ্তিরা হোক না যতই ভারী,
যাবো না তবু যুদ্ধটা মোরা ছাড়ি।

যুগ-সারথি

প্রভাত ঘোষাল
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ

আকাশ বলে – আমার মতো
উদার হতে পারো ?
লোকটি বলে – এই যুগেতে
ওই উপদেশ ছাড়ো।
বাতাস বলে – আমার মতো
কর্মী তুমি হও,
লোকটি বলে — ওসব কথা
এখন কেন কও ?
সূর্য বলে — আপন তেজে
জ্বলার শপথ নাও,
লোকটি বলে — ওসব কথা
এখন রেখে দাও।
চাঁদটি বলে — আমার মতো
মিষ্টি মিষ্টি হাসি হাসো,
খোলা মাঠের আলোয় বসে
সবাইকে ভালোবাসো।
পাহাড় বলে — আমার মতো
উঁচু করো মাথা,
লোকটি বলে — উপদেশের
বন্ধ করো খাতা।
যুগের সাথে তাল মিলিয়ে
চলতে আমি চাই।
অন্য কোনো পরামর্শ
শোনার সময় নাই ।।

কবিতা মালা

তনুশ্রী কর্মকার
দ্বিতীয় সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ

শিক্ষক দিবস

শিক্ষক দিবস সে তো হয় প্রতিদিন
কোনোদিনও কি শোধ করা যায় তাদের ঋণ
শিক্ষক মানেই বন্ধু, ফিলোসফার, গাইড
তারাই তো শেখার কুমন্তব্যের সাথে কীভাবে করতে হয় ফাইট
একটু বকা, অনেকটা স্নেহ, অনেকটা ভালোবাসা
এটাই তো শিক্ষক, শিক্ষিকাদের মনের ভাষা
প্রথমে স্কুল, পরে কলেজ, তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়
এইটুকু গণ্ডিতেই কি আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়
শিক্ষক ছাড়া অসম্পূর্ণ সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়
এভাবেই তো প্রতিদিন শিক্ষক দিবস পালিত হয়।

প্রকৃতি

আমার ভিনদেশী তারা,
কথা ভাবতেই সময় সারা।
সূর্য যখন পূর্বের দিকে
পশ্চিমেতে আকাশ ফিকে,
বসন্তে কোকিল কুহু সুরে ডাকে
বৈশাখেতে কালবৈশাখি যে জোরে জোরে হাঁকে।
শরতের ওই নরম কাশের ছোঁয়া
পৌষেতে দেখো কুয়াশারা কেমন ধোঁয়া,
মাঘেতে আসে বিদ্যাবর্তী সরস্বতী
শ্রাবণেতে বৃষ্টির সাথে আসে পদ্মাবতী।

নতুনত্ব

পায়েল ঘোষ
চতুর্থ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

পুরোনো দিন পেরিয়ে গিয়ে এসেছে নতুনের স্বাদ
হারিয়ে দিয়ে পুরোনোকে আজ নতুনের আহ্লাদ।
হাসি মজা কথার ছলে পুরোনো গিয়েছে মুছে
সভ্য সেই পুরোনোটায় আজ নতুন নিয়েছে শুষে।
কথার ভাষা আদব কায়দার বদলে গিয়েছে ধরন
বদলে গিয়েছে পুরোনো দিনের মেয়েদের সেই সরম।
দিন বদলে রঙ পালটে হয়েছে কত নতুন
নেইকো সেই পুরোনো বেলা পুরোনো সেই যতন।
স্বপ্ন দেখে মডেল হবে করেনা কেউ চাষ
মাটির ঘরে নেইকো বসতি ইটের ঘরে বাস।
পুরোনো মানুষ পুরোনো পোশাক পুরোনো আদব কায়দা
সম্পর্কের আজ নেইকো মান সবাই দেখছে ফায়দা।
পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মেছে কত মহাপুরুষ
মহাপুরুষ সব হারিয়ে গিয়েছে সবাই এখন কাপুরুষ।
ধর্মাধর্ম দিয়ে বিসর্জন, হচ্ছে শুধু টাকার জয়
নেতারা সব নিজে শুষে, হচ্ছে শুধুই দেশের ক্ষয়।
কমাবে যত বাড়বে তত, অফুরন্ত এ আমার দেশ
পূণ্যভূমি ভারত ক্ষেত্র, অমলিন এই সুন্দর বেশ।

খাঁচার পাখি

কার্ত্তিক চন্দ্র বাড়ী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ

মুক্ত পাখি যদি হতাম
উড়ে যেতাম ঐ আকাশে।
মিলে দিতাম আমার ডানা,
ঐ দূরে শান্ত বাতাসে।
উড়ে উড়ে যেতাম চলে,
তেপান্তরের প্রান্তরে।
ধরতে কেউ এলেও,
পারতো না ধরতে আমারে।
সঙ্গি সাথীদের সাথে,
করতাম খেলা।
সকাল – বিকাল,
সারাদিনে দু'বেলা।
আনন্দে আত্মহারা হয়ে,
গাইতাম আমি গান।
আমার গান শুনিয়ে,
ভরিয়ে দিতাম সবার প্রাণ।
বাইরে যাওয়ার জন্য,
আমার জান,
সারাদিন ধরে,
করে আনচান।

খাঁচার পাখি ব'লে জানি না,
কেমন প্রকৃতি।
কেমন সে দেখতে,
কেমন তার আকৃতি।
তবু দিনে দেখি,
চারিদিকে আলো।
আর আলো নিভে গেলেই,
চারিদিক কালো।
আমার এই অবুঝ মনে,
অনেক দিনের আশা।
মনের মত করে,
গড়ব নিজের বাসা।
কিন্তু বন্দি আমি,
লোহার খাঁচায়।
আমার প্রাণকে আমি,
কেমনে বাঁচাই।
কবে দেব আমি,
এই খাঁচাকে ফাঁকি।
হয়ে যেতে চাই আমি,
এক মুক্ত পাখি।

মতি

তৃণা গুপ্ত
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইংরাজী বিভাগ

নামটা কে দিয়েছিল সেটা ঠিক মনে নেই তবে আমরা সবাই তাকে 'মতি' বলেই ডাকি। নামটা আমাদের সকলের খুব প্রিয়। আর এই নামটা যে তারও কিছু কম প্রিয় নয় সেটা ওকে এই নাম ধরে ডাকার সময় ওর আনন্দের সঙ্গে ঘাড় নাড়ানো দেখলেই বোঝা যায়। আমাদের বাড়ির পাশের ডানদিকে একটা সরু লাল কাঁকড়ে মোড়া রাস্তা এবং তারপাশে একটা ছোট্ট বাঁশ ঝাড় আছে তার নীচেই তাকে বেঁধে রাখা হয়। সে সারাদিন ওখানেই থাকে। সেখানেই তার খাবার-দাবার এরও ব্যবস্থা করা আছে। আর রাত্রি বেলা, তার জন্য বাঁশ, টিন এসব দিয়ে তৈরী যে ঘরটা আছে ওখানেই সে থাকে। সে খুব শান্ত স্বভাবের একজন। আমরা যেমন তাকে ভালোবাসি সেও আমাদেরকে ঠিক ততটাই ভালোবাসে। এছাড়াও বাইরের অচেনা লোকের প্রতি সে খুব একটা খারাপ আচরণ প্রকাশ করে না। তাকে যদি আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে তার মাথাটা নীচে ঝুঁকিয়ে চোখ বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তবে তার একটা খারাপ স্বভাব হল সে সারাদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সারা পাড়া মাথায় করে রাখে। অনেক ডাক্তার-বদ্যি ডাকা হয়েছে তাকে চুপ করানোর জন্য, তারা সবাই সাময়িকভাবে সফল হলেও চিরস্থায়ীভাবে তাকে চুপ করাতে পারেনি। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমাদের সকলকে তার এই চেঁচামেঁচি সহ্য করতে হয়।

আসলে একসময়ে সে, তার মা এবং এক ভাই একসাথে থাকত। পরবর্তীকালে তার মা ও ভাইকে তার থেকে আলাদা করে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যাওয়া হয়। সেই জন্যই হয়তো তার এতো কষ্ট, এতো চেঁচামেঁচি। তাই তার এই চিৎকারে গোটা পাড়ার লোক বিরক্ত হলেও আমরা বিরক্ত না হয়ে ওর কষ্টটা বোঝার চেষ্টা করি। ওর কাছে গিয়ে গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে ওর চিৎকার থামানোর চেষ্টা করি। মাঝেমাঝে ওকে যখন ওর আশেপাশের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মাঠে ঘুরতে যেতে দেওয়া হয় তখন ও ভীষণ খুশি হয়। মাঠের সবুজ কচি কচি ঘাস খেতে সে খুব পছন্দ করে। কিন্তু তারপর যখন সে বাড়ি ফিরে আসে সে আবার খুব একা বোধ করে আর চিৎকার করতে শুরু করে।

তোমরা কেউ যদি কখনো আমাদের গ্রামের ভেতরের রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাও তোমরা মতি-র গম্ভীর গলায় জোর চিৎকার শুনতে পারবে। চিৎকারটা ওরকম গম্ভীর, বিরক্তিকর হলেও মতি কিন্তু খুব ভালো। তুমি যদি ওর কাছে এসে ওর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দাও তাহলে মতিও তোমাকে অনেক ভালোবাসবে ঠিক যেমন সে আমাদেরকে ভালোবাসে। তখন দেখবে তোমার আর ওকে ছেড়ে আসতে ইচ্ছেই করবে না।

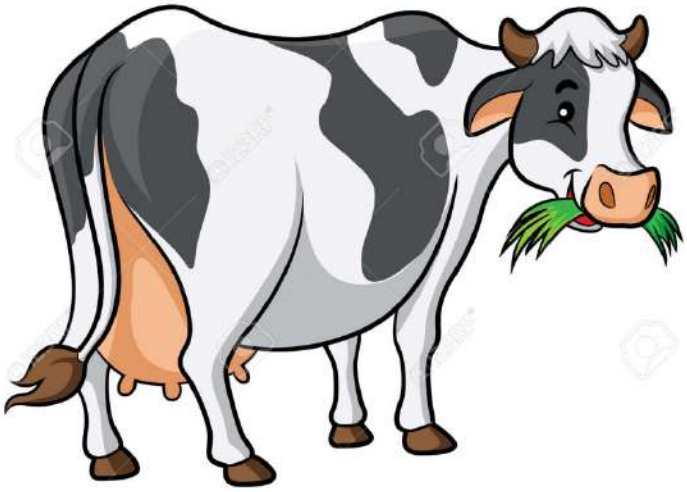

পাহাড়ের স্মৃতি

অনুশ্রী দে
ষষ্ঠ সেমেস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষাবিজ্ঞান ও ভূগোল বিভাগের সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মিলে ঠিক করি আমরা এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দার্জিলিং যাবো। তাই সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ (তাপস স্যার, বরুণ স্যার ও রাজীব স্যার) মিলে অধ্যক্ষ মহাশয় (ডঃ সন্তোষ কোনার)-এর অনুমতি নিয়ে গত ২৩শে এপ্রিল, ২০২২ দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি।

প্রথমে আমরা লোকাল বাসে করে বর্ধমান স্টেশনে যাই এবং সেখান থেকে রাত ১টার ট্রেনে করে পরের দিন সকাল ১০.৩০টার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাই।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গাড়ি ভাড়া করে গাড়িতে উঠে ঘন্টা খানেক পর থেকেই জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির চেহারা বদলে যেতে দেখলাম। জলপাইগুড়ির চেনা শহুরে রূপ ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি দু-পাশে পাইন গাছের বনকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হল পাহাড়ের পথে। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই শুরু হলো চড়াই-উৎরাই পাহাড়ের রাস্তা। আমরা জানালা দিয়ে দেখতে থাকলাম পাহাড়ের কোলে মেঘেদের খেলা।

পাহাড়ের রাস্তায় অগ্রসর হবার খানিকক্ষণ পর থেকেই মৃদু শীত করতে থাকলো। অগত্যা সকলের গায়ে উঠল গরম জামা, আর আমাদের গাড়ি পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য চোখের সামনে উন্মোচিত করতে করতে দার্জিলিং-এর পথে ছুটে চলল। অবশেষে আঁকা-বাঁকা পথ, পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঘর-বাড়ি, পাহাড়ী ফুল, গাছ এই সমস্ত দেখতে দেখতে যাত্রা শুরুর ঘন্টা তিনেক পর আমরা আমাদের গন্তব্য দার্জিলিং-এ এসে পৌঁছালাম।

দার্জিলিং-এ আমাদের থাকার জায়গা আগে থেকে ঠিক করা ছিল। হোটেলে পৌঁছে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা যখন বাইরে বেরোলাম, তখন সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছেন। মেঘমুক্ত নীল আকাশ তখন সূর্যের রঙে রাঙা হয়ে আছে। তারপর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যেটা সবাই মিলে খুব মজা করে দার্জিলিং ম্যালে কাটালাম।

ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে ভোর ৪টের সময় উঠে আগে থেকে ঠিক করে রাখা গাড়ি করে আমরা পৌঁছে গেলাম টাইগার হিলে কাঞ্চনজঙ্ঘার বক্ষে সূর্যোদয় দেখব বলে।

আকাশে তখন সবে মৃদু মৃদু আলো ফুটছে। অন্যদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া এসে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। একদিকে সূর্যের আলো আকাশ জুড়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে আর

অন্যদিকে পশ্চিমে কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে সূর্যের সোনালী রং লেগে মনে হচ্ছে গোটা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কেউ যেন সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে।

সেই গাড়ি করে টাইগার হিল থেকে বেরিয়ে Batasia Loop, Rock Garden দেখে হোটেলে ফিরে আসি। তারপর স্নান ও খাবার খেয়ে আবারও গাড়ি করে Botanical Garden, Zoo, Museum, Tea Garden, Peace Pagoda দেখে দার্জিলিং ম্যালে পৌঁছে সবাই যে যার মতো করে কেনাকাটা করে ও রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরে আসি।

পরের দিন সকালে ব্যাগ গুছিয়ে পাহাড়ের রাণী দার্জিলিংকে বিদায় জানিয়ে একরাশ আনন্দ, ভালোবাসা ও অনেক মধুর স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফেরার যাত্রা শুরু করি। আমাদের এই দুই রাতই দার্জিলিং-এ কাটানোর কথা ছিল। ওখানকার মানুষরা মূলত হিন্দিতে কথা বলেন। আমরা আগে থেকে কাজ চালানোর মতো হিন্দি ভাষা শিখে গিয়েছিলাম তাই বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

বাড়ি ফেরার সময় আমরা কমবেশি সবাই একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর আমাদের গাড়ির ড্রাইভার পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে আসার সময় আরও অনেক জায়গা আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখালেন। অবশেষে আমরা মিরিক লেকের কাছে আসলাম। সেই লেক পরিদর্শন করে গাড়িতে উঠে গরম জামা খুলে ফেলে আমরা প্রচুর মজা করতে করতে শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছালাম।

শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে সন্ধ্যে ৭টায় ট্রেন ধরে পরের দিন যখন বর্ধমান স্টেশনে এসে পৌঁছালাম, তখন ভোর ৫টা। তারপর আমাদের সবারই ওই প্রাণোচ্ছল মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কারণ সেখান থেকেই আমাদের সবাইকে একা একা বাড়ি ফিরে যেতে হতো।

তারপর আমি লোকাল বাস ধরে বাড়ি ফিরলাম। দার্জিলিং-এর দিনগুলিতে বন্ধুদের সাথে, দাদা-দিদিদের সাথে এবং স্যারদের সাথে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। তাই স্মৃতিগুলো আজও মনের কোনে উঁকি মারে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আবারও যেন সবাই মিলে খুব তাড়াতাড়ি এমন এক ভ্রমণে যেতে পারি।

ডিমেনশিয়া

শান্তিময় ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ

সূর্য উদয় হতে আর মাত্র কিছুক্ষণ বাকি। এক হাতে চশমা ও অন্য হাতে বছর বারোর নাতি অভিকে সাথে নিয়ে কোনো রকমে বিনোদবাবু বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে থাকা পুরানো আমগাছের তলায় থাকা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। প্রভাতের অপরূপ দৃশ্যকে আজ একটু অন্য ভাবে অনুভব করতে লাগলেন। যদিও প্রতিদিনের প্রভাতের সঙ্গী বলতে খবরের কাগজ, এক কাপ চা আর পুরানো ফ্রেমবন্দি কাঁচের আবছা দৃষ্টির কিছু একাকীত্ব অনুভূতি। বহুদিন পরে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ছেলে গতকালই দেশে ফিরেছে। ছেলে আমেরিকার একজন বিশিষ্ট নামকরা চিকিৎসক। বহুদিন ধরে চিকিৎসকের সেবায় নিয়োজিত থাকায় দেশের বাইরেই থাকতে হয়। ছেলের দেশে ফেরা কয়েকবারই সম্ভব হয়েছে, যতদূর মনে পড়ে বছর পাঁচেক আগে মায়ের মৃত্যুতেই শেষ আসা। যদিও বিনোদবাবু ছেলেকে ফোন দিয়েছে বহুবার কিন্তু দেশে ফেরার কোন উত্তর মেলেনি। এখন বিনোদবাবুর শরীর খুব একটা ভালো না থাকায় ছেলের দেশে ফেরা। নাতিকে পেয়ে বিনোদবাবু আজ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আজ সারাক্ষণ সে নাতির সঙ্গে প্রাণ খুলে কাটাতে চায়। নাতির চোখ দিয়ে ফেলে আসা দিনের সেই সমস্ত অনুভূতিগুলো ফিরে পেতে চায় । নাতিকে পাশে পেয়ে এখন যেন সে বেঁচে থাকার রসদ ফিরে পায়। আজ শরীরের সমস্ত ব্যাধি নাতিকে কাছে পেয়ে নিমেষে দূরীভূত হয়ে যায়। এদিকে ছোট্ট অভিও তার সারাক্ষণের সঙ্গী হিসাবে দাদুকে পাশে পেয়ে ভীষণ খুশি। এ দেশের মানুষজন থেকে গাছপালা, ঘরবাড়ি ও পশুপাখিদের দেখে ছোট্ট অভির মনে নানা প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কত প্রশ্নের দানা বাঁধে। সে তাই বারে বারে নানা প্রশ্নের উত্তর প্রিয় দাদুর কাছে জানতে চাই। এসব প্রশ্ন বিনোদবাবুর মনকে বারে বারে নাড়া দিয়ে যায়।

হটাৎ বিনোদবাবুর কানে আসে... দাদু, আমি বড় হয়ে তোমায় চিকিৎসা করবো। তিনি কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে ফ্রেমের নীচ বেয়ে জলকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। এমন সময় যেন গেটের কলিং বেলটা হঠাৎ বেজে উঠলো টিং...টিং। বিনোদবাবু চোখের জল মুছে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে, গেট খুলতেই...ও তুই এসেছিস! আয়!। এই দেখ রমেন আমার নাতি অভি,

গতকাল সে দেশে ফিরেছে। একটু আলতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রতিদিনের মতো সাইক্রিয়াটিস্ট রমেন বিনোদবাবুকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। বছর পাঁচেক আগে স্ত্রীর মৃত্যুতে দেশে ফেরার পথে চিকিৎসক ছেলে, বৌমা ও নাতিকে বিমান দুর্ঘটনায় হারিয়ে আজ সে ভীষণ ভাবে মানসিক বিপর্যস্ত এক ডিমেনশিয়া রুগী।

[ডিমেনশিয়া: "চিত্তভ্রংশ (ইংরেজি: Dementia ডিমেনশিয়া) একটি মানসিক রোগ যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির বুদ্ধি স্মৃতি ও ব্যক্তিত্ব লোপ পায় এবং রোগ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং হঠাৎ করেই অনেক কিছুই মনে করতে পারেন না। ফলে তার আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হয়। মস্তিষ্কের কোষ সংখ্যা (নিউরন) বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকে। বয়সের সঙ্গে শারীরিক রোগব্যাধি মস্তিষ্কের ক্ষতি করে যদি স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ভন্ডুল করে দেয়, একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় চিত্তভ্রংশ বা ইংরেজি পরিভাষায় ডিমেনশিয়া বলে। বিভিন্ন রোগের কারণে চিত্তভ্রংশ রোগ হতে পারে, যেমন, প্রচন্ড মানসিক আঘাত, এইডস, দীর্ঘমেয়াদী ধূমপান ও মদ্যপান, আলৎসহাইমার, ভিটামিন বি-র অভাব, কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া, মস্তিষ্কের রোগ, অনৈতিক জীবনযাপন, ইত্যাদি।"১]

উৎসের সন্ধানে:

1) https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%B6

অন্য-মনস্ক

দীপঙ্কর ধাড়া
অতিথি শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

এই মর্মে উপলব্ধি করলাম যে, মেট্রোর কলকাতা থেকে আমার জল জমা রাস্তার গ্রামই ভালো। হয়তো অন্যের হৃদয়ে কথাটা অঞ্জলি অস্ত্রের মতো আঘাত হানবে কিন্তু ধৈর্য্য না হারালে আমি উক্ত ভাবটি প্রকাশ করতে প্রস্তুত।

অতিবাহিত এক মুহূর্ত ব্যক্ত করলেই সবার বোধগম্য হবে। রোদ আর কুয়াশার প্রতিযোগিতা মুখর এক সকালে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার উদ্দেশ্যে আর পৌঁছেই অনুধাবন করলাম গ্রামই ভালো। ঘাসের উপর শিশির বিন্দুর স্থায়িত্ব দেখা, আগত প্রভাত আঁধারের ঘোমটা খুলতে না খুলতেই বৌ-ঝিদের আনাগোনা, পাখিদের ডাকে শিশু রবির ঘুম ভাঙ্গানোর আপ্রাণ চেষ্টা, একটাই কাঁকুরে রাস্তা কোথাও কোথাও আবার জল জমা, তার উপর আবার মেসোপটেমিয়া যুগের যত্নে রাখা সাইকেলের চলন; ভিড়ে যখন রাস্তায় জল না জমা স্থান গুলি পূর্ণ হয়ে যায়, তখনই হয়তো কোনো সাইকেল ডাক দিয়ে বসে - 'এই সরাও সরাও , দেখি একটু' আসলে কলকাতায় এসব কোনোটারই সম্মুখিন হয়নি, সেখানে না আছে কোনো কাঁকুরে রাস্তা না আছে নতুন সূর্যকে বরণ করার শুভক্ষণ। ওখানে শিশিরের স্থায়িত্ব তো কেউ দেখেই না আর যদিও দেখে থাকে তাহলে কোনো ফটোগ্রাফারের সহায়তায়; আন্তর্জালে প্রকাশ পাওয়ার পর।

আপনারা ভাবছেন হয়ত, আমি কি ব্যক্ত করতে গিয়ে কোন এক অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতরণ করছি, আসলে স্বয়ং কবিই বলেছেন – "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো" সে প্রসঙ্গে তাহলে আমার উপরিউক্ত আলোচনার অবতারণা যে একেবারেই খামকা নয় তা সকলেই স্বীকার করবেন। আসলে মনের ভাব ব্যক্ত করার দায় যেহেতু আমিই নিয়েছি তাই ভাবকে সেই মর্মে প্রকাশ করাটাও জরুরি। নাহলে দেখা যাবে লিখলাম এক অর্থে আর সকল পাঠক অনুধাবণ করলেন অন্য অর্থে, তারপর এক সমুদ্র সমালোচনার গভীরে তলিয়ে যেতে হবে। তবে এটাও ঠিক সকল পাঠকও কিন্তু সমালোচনা করেন না, যারা করেন না তাদের কথা আমার জানা নেই, আবার এটাও ঠিক যে সমালোচনাটাও জরুরি। তবে এ প্রসঙ্গ বিস্তারিত না করাই ভালো।

দিনটা ছিল ২০ জুন, ২০২৩। কোনো এক প্রাসঙ্গিক কারণেই গ্রামের বাসস্ট্যান্ড থেকে কলকাতা রওনা দিয়েছিলাম। কলকাতায় পৌঁছে সে বাসকে বিদায় দিয়ে, মেট্রোতে উঠলাম। সেখানে প্রথমেই যেটা উপলব্ধি করলাম মনে হল আমিই বোধ হয় এ পৃথিবীর একমাত্র বেমানান মানুষ ।

হয়ত সেই মুহূর্তে আমার চোখ ভাষা হারিয়েছে কিন্তু মেট্রোর সিটে বসে থাকা যাত্রীদের স্রোত আমাকে ভাসাতে পারেনি। ভাসাতে পারেনি তার প্রধান কারণ কিন্তু আমি বেমানান বলে নয়; প্রধান কারণ আমি নিজেকে ভাসাতে চাইনি ।

সভ্য পোশাক পরিহিত অধিকাংশ যাত্রীই মুঠোফোনে ডুবে আছেন। কেউ কাউকে চেনে না, জানে না, প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপরিচিত। যে মানুষটির বয়স ৫৮ থেকে ৬০, তিনিও শান্ত মেজাজে সিট দখল করে মুঠোফোনে ডোবার প্রস্তুতি নিলেন... অবশেষে ডুবেও গেলেন।

আমি যে বাসে করে কলকাতায় এলাম সেখানকার চিত্র আলাদা। যে ছাত্রটি ইউনিভার্সিটিতে যাবে; বাস পেয়েছে বলে মাকে জানিয়ে দিল, যেন চিন্তা না করেন। যে মানুষটা বাস পেয়েই সিট দখল করেছে; তার পাঁচ বছরের মেয়ের আবদার রাখার প্রতিজ্ঞা নিল। যে ৬০ বছরের মানুষটি বাসের মধ্যে স্থির মেজাজে দাঁড়িয়ে রইলেন; কোন এক যুবক তাকে বসার আবেদন জানাল। এরকম সম্প্রীতি তো ওখানে দেখলাম না।

ওখানে দেখলাম বড় বড় ফ্ল্যাট এর মত অধিকাংশ যুবক-যুবতীদের ঘিঞ্জি অবস্থান, শুধুই কৃত্রিম মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন। এখানে অনেকে বলতেই পারেন সে সম্পর্ক কৃত্রিম কিনা আমি কিভাবে জানলাম। তাদের উদ্দেশ্যে বলি; আমি মোহ এবং প্রেম সম্পর্কে যথেষ্ঠই বুঝি। মোহ অপরকে বাঁধার প্রচেষ্টা করে থাকে মাত্র আর প্রেম স্বয়ংকে অপরের সঙ্গে বেঁধে রাখে। আশা রাখি বিচক্ষণ পাঠক অবশ্যই বুঝতে সক্ষম হবেন, আর যারা নিরাশ হবেন তাদের পুনর্বার পাঠের অনুরোধ রইল।

আমি যা অনুমান করলাম, ওখানকার সৌন্দর্য্য কাচের ঘরে ক্যাপিচিনো কফিতে অথবা ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে আর এখানে পড়ার মোড়ে চায়ের ভাঁড়ে উষ্ণ চুমুকে অথবা জোনাকি রাতে চাঁদের বুড়ির গল্পতে। এখানে বলে রাখি এ অনুমান আমার ভ্রান্তও হতে পারে, শুধুমাত্র ১৫ মিনিটের মেট্রো যাত্রায় এ ভ্রান্তি খুব একটা বড় অপরাধ নয়।

সে যাইহোক, এই মুহূর্তে যারা লেখাটি পাঠ করছেন, যারা কলকাতার মানুষ, যাদের বয়স ৬০, যারা যুবক-যুবতী, যাদের নিত্য সঙ্গী মেট্রো; তারা যে প্রত্যেকেই মুঠোফোনে ডুবে সাঁতরে তীরে আসতে পারেন এটা আমি বিশ্বাস করি। আবার সমস্ত যুবক যুবতীদের মধ্যে শুধু

মাত্র যে মোহ আছে; কিন্তু প্রেম নেই এটাও আমি বিশ্বাস করি না। একথা আমি এখন স্বীকার করছিনা, অনেক আগেই স্বীকার করেছি। সেক্ষেত্রে আমি অধিকাংশ মানুষদের উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলেছি, প্রত্যেকের জন্য নয়। এক্ষেত্রে 'অধিকাংশ' এবং 'প্রত্যেক' এই দুটো শব্দের অর্থ এক করলে চলবে না।

সে যাইহোক, আমি শুধুমাত্র ১৫ মিনিটের মেট্রো যাত্রা আর ৪ ঘণ্টার বাস যাত্রার অভিজ্ঞতা বা মনের ভাব ব্যক্ত করলাম মাত্র। এমনটা কখনোই হতে পারে না যে গ্রামের থেকে কলরবের কলকাতার পার্থক্য অনেক আলোকবর্ষ।

সেখানকার মানুষদের চোখে, মুখে, শরীরে ঘামের জোয়ার-ভাটাকে ম্লান করে বৃষ্টির ফোঁটা, আর এখানেও কৃষকের পরিশ্রমকে অভ্যর্থনা জানাই বৃষ্টির ফোঁটা। সেখানেও শরতের আকাশে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথকে আর এখানেও দেখা যায় ঠাকুরবাড়িকে। মূল কথা হল আমাদের আকাশ একটা, রবীন্দ্রনাথও একটা। আসলে আমরা বৃষ্টির ফোঁটা। কোনোটা ক্ষুদ্র, কোনোটা অতি ক্ষুদ্র আবার কোনোটা বৃহৎ। প্রত্যেকের উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন মূল লক্ষ্য কিন্তু একটাই; একত্রিত হয়েই পৃথিবীকে অভ্যর্থনা জানানো।

কে শ্রেষ্ঠ

অচিন্ত্য কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

আমাদের মানবদেহে ইন্দ্রিয়সমূহ যথারীতি মিত্রভাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল। কিন্তু তাদের এই সুখ শান্তি বেশীদিন থাকল না। থাকবে কি করে? কথায় আছে না 'সুখে খেতে ভূতে কিলোয়। তারা কথাটিকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করল। একসময় তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে বড় এই বিষয় নিয়ে তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হল। তারা নিজ নিজ প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইছিল। এ বলে আমি শ্রেষ্ঠ তো ও বলে আমি। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়। পরে বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে না পেরে হাজির হয় ব্রহ্মদেবের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁরা সকলে বলেন – হে ব্রহ্মদেব! আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা আপনি দয়া করে বলুন। অর্থাৎ যার জন্য সকলে এই দেহে ভালোভাবে বসবাস করছে সেই শ্রেষ্ঠ বসবাসকারী ইন্দ্রিয়টি কে তা দয়া করে আমাদের বলুন। ব্রহ্মদেব তো পড়লেন মহাবিপদে। তিনি মনে মনে ভাবলেন এ তো এক উটকো ঝামেলা। তিনি বিচার করলেন যদি কোন একজনকে শ্রেষ্ঠ বলি তাহলে বাকিদের চোখে তিনি খারাপ হবেন। তা তো হতে দেওয়া যাবে না। তিনি তো ব্রহ্মদেব, তিনিই বা কিসে কম। মনে মনে চিন্তা করলেন এমন উপায় বের করি যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙ্গে। তিনি বললেন – দেখ, তোমরা সকলেই এই দেহের রথী-মহারথী এবং স্ব স্ব বিষয়ে পারঙ্গম। এই সামান্য বিষয় তোমরা মীমাংসা করতে পারলে না। শেষে তিনি বুদ্ধি করে বললেন – তোমাদের মধ্যে যে বেরিয়ে গেলে বা উৎক্রান্ত হলে এই দেহকে পাপীয়, ঘৃণ্য, জঘন্য, অকার্যকর বলে মনে হয় সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

একথা শোনার পর তারা একে একে দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করলেন। প্রথমে বাক্ বেরিয়ে গেলেন এবং একবছর বাদ ফিরে এসে দেখলেন সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, কোন সমস্যা নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন – আমাকে ছাড়া তোমরা কিভাবে এতদিন বেঁচে ছিলে? উত্তরে তারা বললেন – কেন? বোবারা যেমনভাবে বেঁচে থাকে তেমনভাবেই বেঁচে ছিলাম। শুধু কথা বলতে পারিনি, কিন্তু বেঁচে থাকব না কেন? একথা শোনার পর লজ্জায় রাঙ্গামুখ হয়ে তিনি দেহের মধ্যে ঢুকে গেলেন। এরপর চোখ দেহ ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। এক বছর বাদে ফিরে

এসে দেখল সব ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই। তিনিও প্রশ্ন করলেন - আমাকে ছাড়া তোমরা কিভাবে এতদিন বেঁচে ছিলে? উত্তরে তারা বললেন – কেন? অন্ধ যে ভাবে বেঁচে থাকে ঠিক সে ভাবেই বেঁচে ছিলাম। শুধু দেখতে পাই নি এই যা। কিন্তু দিব্যি বেঁচে ছিলাম। তিনিও লজ্জায় মুখ ভার করে দেহের মধ্যে ঢুকে গেলেন। এরপর একে একে কান চলে যেতে কালা হয়ে, মন চলে যেতে হাবা-গোবা, বোকা হয়ে, বীর্য বা উৎপাদন শক্তি চলে যেতে ক্লীব বা নপুংসক হয়ে বেঁচে রইল যথারীতি। সবশেষে প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন তারা সকলে করজোড়ে তাঁর কাছে অনুনয় করলেন – হে প্রভু! আপনি উৎক্রান্ত হবেন না, ছেড়ে যাবেন না, আপনাকে ছাড়া আমরা কোন ভাবেই বাঁচতে পারব না। আপনি আমাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি দয়া করে থাকুন তাহলে আমরাও থাকতে পারব। আপনি চলে গেলে আমরা মারা পড়ব। তখন তারা সকলে মিলে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করল।

World of Fantasy

Trina Gupta
6th Semester, Deptartment of English

When you are upset,
And miss someone very much,
Then go to an open window or to an empty place
and look at the open sky.
You will see all the old memories will come to your eyes.
Then those memories that float in your eyes
Will take you to the world of fantasy
and then travelling to that world of fantasy
your mind will be much better,
because people are happier in
imagination than in reality.

Mirror

Dr. Ritushree Sengupta
Assistant Professor, Department of English

I saw her thrice, as it rained in Manhattan.

It was a rain of the year, loud and maddening.

The shadow of the clouds had covered my boots,

when I first saw her.

She was proud like a rebel teen in a flaming red top with a green guitar

Crossing the road, jumping towards the subway.

She didn't look like me, struggling in my thirties with relentless piles of papers.

As I kept thinking of her for almost an hour, I saw her again.

This time, she had a heavy leather bag hanging around, her pace slower than before.

She looked at me faintly and then waved at an old friend with freckles.

In her eyes I saw kindness.

The third time was deep. She sat in front of me in Caffé Reggio and had the same beverage.

She copied my hair style, wore the same collared shirt.

I wanted to speak to her.

She didn't bother perhaps.

We kept sipping from our cups in silence and then walked into each other.

The Mother (Mira Richard) on the *Dhammapada*

Dr. Priya Jyoti Samanta

Assistant Professor & Head, Department of History

Sri Aurobindo's yoga retains a significant practice from *Dhammapada*, that is, moderation. The *Gita* also rules out excess of everything. Purification does not come through self-torture. There are more practical methods. The Buddha had known it through experience. If we examine the prescriptions of *Sri Aurobindo* and the *Mother* (*Mira Richard* - 1878-1973) for the new Yoga or the Yoga of transformation, we find that much of it had been foreseen by the Buddha.[1]

The Dhammapada insists on thought control, to begin with, just because our thoughts have to be scrutinized by the enlightened judge within and must be carefully selected and rejected. For that we must learn to step back to look at our thoughts. In *The Dhammapada* evil is not a moral issue; it is a spiritual crisis. The *Mother* observes:

> *'Evil, from the spiritual point of view, is truly that which leads us away from the goal, which sometimes even tears us away from the deepest purpose of our existence, from the truth of our being and prevents us from realizing it.'*[2]

When *the Dhammapada* speaks of Faith, it is the faith in the ultimate value of man, the value of what *Sri Aurobindo* calls, 'becoming'. Let us listen to the relevant passage from the *Dhammapada* :

> *'Just as the strong wind has no hold upon a mighty rock, so Mira has no hold upon a man who does not live in pursuit of pleasure, who has good control of his senses, who knows how to moderate his appetite, who is endowed with unshakeable faith and who wastes not his energies.'*

"Faith is spontaneous knowledge in the psychic." The trio-will, effort an faith can work miracle. One is armed by them and no bad will can affect the person on the move.

Again and again, the *Dhammapada* raises the problem of evil and this is quite relevant to Sri Aurobindo's and the Mother's art of tackling them. The following passage from the *Dhammapada* must be speaking of those "who already know what is beautiful and noble and who do evil willfully, deliberately." For them life is a hell.

> *'In the two worlds, in this world and in the other, one who does evil grieves. He laments and suffers as he recalls his evil deeds.'*

The spirituality of our age believes that "even for a purely egoistic reason, to do good, to be just straight, honest is the best means to be quiet and peaceful, to reduce one's anxiety to a minimum. And if, besides, one could be disinterested, free from personal motives and egoism, then it would be possible to become truly happy." The *Buddha* always insisted on the idea that we create the world. "Everyone carries in himself the world in which he lives and in which he will continue to live even when his body has perished, because according to the Buddha's teaching, there is no difference between life in the body and life outside body."

While examining the clues on evil offered in the *Dhammapada*, the *Mother* receives the Buddha's implied message: nothing is more disheartening that to live in a atmosphere of wickedness. Similarly, when the *Dhammapada says*, "one who does good rejoices in the two worlds," the *Mother* receives the message in the proper light.

> *'But when you are good when you are generous, noble, disinterested, kind, you create in you, around you, a particular atmosphere and this atmosphere is a sort of luminous release. You breathe, you blossom like a flower in the sin ; there is no painful recoil on yourself, no bitterness, no revolt, no miseries. Spontaneously, naturally, the atmosphere becomes luminous and the air you breathe is full of happiness. And this is the air that you breathe, in your body and out of your body, in the waking state and in the state of sleep, in life and in the passage beyond life, outside earthly life until your new life.'*[3]

The Dhammapada speaks of vigilance which leads to *immortality* (or *Nirvana*). Here it means to be awake, to be sincere. The passive vigilance warns us about mistake and the active vigilance opens the door of progress. Negligence truly means the relaxation of the will which makes one forget his goal.

The material culture of modern times has turned spiritual effort into a hard struggle. The Mother observes:

> *'As, what you can touch you are sure that is true ; What you can see, you are sure that is true, What you have eaten, you are sure of having eaten it ; But all the rest - pooh! We are not sure whether They are not vain dreams and whether we are not giving up the real for the unreal, the substance for the shadow! But when you have some coins in your pocket, you are sure that they are there!'*[4]

It has been pointed out in the *Dhammapada* that it is the mind which controls the whole body. So we must try to strengthen the mind against its own weakness. So we should be aware of ill

controlled thought which harms more than an enemy. Let us listen to the relevant passage from the *Dhammapada* :

> *'Observing that the body is as fragile as a jar,*
> *and fortifying the mind like a city at arms, one*
> *should attack Mara with the blades of*
> *intelligence and should guard carefully*
> *whatever has been won.'*

The beautiful words are like flowers without fragrance as mentioned in the *Dhammapada.* One should not be discouraged by its own fault. There is nothing so rotten that it cannot give birth to the purest realization. Here the example of Lily can be cited which spring out of a heap of rubbish. One should not be disheartened by the faults committed by him because one carries within oneself the *Supreme* purity that can translate itself into a wonderful realization.

In the context of the word fool the Mother has replaced it with "Ego". The *Mother* observes :

> *'One who lives in his ego, for his ego, in the*
> *hope of satisfying his ego is a fool. Unless you*
> *transcend ego, unless you reach a state of*
> *consciousness in which ego has no reason for*
> *existing, you cannot hope to attain the goal.'*[4]

Ego is the root cause of all obstacles, sufferings, difficulties. The ego helps us to individualize ourselves and it prevents us from becoming divine. It would be logical to conclude, "Well, let us first of all become conscious individuals and then we shall send away the ego and become divine." When the ego disappears, the adverse forces will also disappear. All sufferings disappears with inner liberatiuons, total sincerity and perfect purity.

When the *Dhammapada* speaks of sage, the *Mother* opines that if a person is shown his fault each time then he will become dishearten and it will become hurdle on his path of progress. It is possible only for the Yogis who have the power to remove it. Yogis should not accept this weakness.

To make a sin through ignorance is not a sin but it is serious when it is done at will. Bad will should be destroyed otherwise it becomes a source of difficulty that later become irreparable.

The *Dhammapada* says that a single word can give a person peace rather than thousand words that have no meaning and no psychological effect. The following passage from the *Dhammapada* can be cited here :

> *'Better than the repetition of a hundred verses*
> *devoid of meaning is the repetition of a single*
> *verse of the Teaching which can bring*
> *tranquility to one who hears it.'*

Before looking on others, one should exhaust all the effects produced by that single word which helps one in gaining victory. So it could be summed up that one should practice integrally what one knows, only then it will increase theoretical knowledge.

It is hard to claim for a person about his good and kind nature and of good feelings. The *Dhammapada* says, "If you offend who is pure, innocent and defenceless, the insult will fall back on you, as if you threw dust against the wind." Unconsciously even a noble person sometimes, even for a few seconds, has wicked thought or plan. So the *Dhammapada* speaks of Buddhist discipline of learning to control over thoughts. To be true pure and wholly on the side of the *Truth,* one requires self-control which is very hard.

The material culture of modern times has changed the view of people. Complex thought and profound psychology has made the earlier thought puerile. But when we judge it practically, we find that our position has become more worse. Moral healthiness has now disappeared. Human mind has now become full of hypocrisy and duplicity. The way of thinking has changed. Here the *Mother* has cited a wonderful example:

> *In those times, one could say, "Don't do harm, you will be punished"; hearts were simple and the mind as well, and one said, "Yes, it is better not to do harm, because I will be punished." But now, with on ironical smile, you say, "Oh! I shall surely find a way to avoid punishment."*[6]

Humanity has reached a very dangerous turning point. In this hour of crisis the *Mother* has suggested us a way to tackle :

> *'We must go further on, we must advance, climb greater height....., not through fear of punishment, ... but through the development of a new sense of beauty, a thirst for truth and light, ... that you can find both integral peace and enduring happiness.'*[7]

Old age is regarded as a barrier of progress and advancement, and impediment to growth and gain. In other words it can be said as coming downwards and leading to disintegration. But the age cannot be marked as young of old. There are many young people who are old and vice versa. The *Dhammapada* says "The ignorant man grows older like a bullock ; his weight increases but not his intelligence." One who carries out the flame of progress, who always open the door of new progress can be treated as eternally young. Our body becomes half tomb when we think that we have reached our goal and become satisfied with life. So one should always look ahead, not look behind.

It is rather difficult to seize ego than to correct egoism. Ego helps us to individualize ourselves and what prevent us from becoming divine. Without ego, as the world is organized, there would be no individual and with the ego the world cannot become divide. The Mother concludes it logically "Well, let us first of all become conscious individuals and then we shall send away the ego and become divine." The ego is what makes one conscious of being separate from others. If there were no ego one would not perceive that he is a person separate

from otherwise. It is the ego that gives one this impression. On the other hand egoism is when one wants to pull everything towards him and other people do not interest hem, that is called egoism ; when one pull himself at the centre of the universe and all things exist only in relation to him, that is egoism. Everybody is egoistic, more or less, and at least a certain proportion of egoism is normally acceptable.

One cannot be free from ego easily, the four advices *"Do not follow the way of evil", "Do not cultivate indolence of mind", "Do not choose wrong views"* and *"Arise cast of negligence"* mentioned in the world chapter of the *Dhammapada* are quite practical.

A cultured man when comes in contact with ideas spontaneously choose wrong ideas. If a child is given a special atmosphere he chooses good ideas and if he is kept among the good and bad elements then he will incline towards bad company. Human nature always inclines towards the evil.

To live in a right way, the *Dhammapada* says one should follow the teaching of wisdom.

The *Dhammapada* says that he who is free from hatred, suffering, greed, lust, hunger etc. is the most happy person in this world.

Happy is he who does not have the sense of possession, who can make use of things when it comes to him knows that these are not his. Those who think that what he has, belong to the *Supreme* and who for the same reason do not regret it when he losses it. Such a man finds equal joy in the use of things as in the absence of things. It is the sense of ownership that makes one cling to things, makes one slave.

When one no longer possesses anything, one can become as vast as the Universe?[8]

There are a certain consciousness which can be acquired by aspiration and a persistent inner effort where all possibility of fear, for example "Don't do this, it will bring you suffering; don't do that, it will give birth to fear in you".....[9] disappears. It is in this state of mind that one surrenders himself to *God*, no longer thinking of himself of herself. It is in this state where the *Supreme,* who knows all, takes charge from us. But old habits die hard and behind, hidden somewhere in the inconscient or even in the subconscient, there is a insidious doubt that whispers in our ear and we begin to pay attention and everything is ruined.

The *Mother* says. "You have to begin all our again to infuse into your cells a little wisdom, a little common sense and learn once more not to worry."[10]
The *Dhammapada* tells us that one must persists in what one do if he wants to get a result. Here the *Mother* has cited an example:

> *'If you have a mantra and do not repeat it sufficiently, there is no use in having it and if you are inattentive, you lose the benefit of vigilance, and that if you do not continue in the good habit that you acquire, they are useless-that is to say, you must preserve.'*[11]

About impurity, the *Dhammapada* tells us the wrong action is a taint in this world as well as in others. The *Dhammapada* considers ignorance as the great impurity which should be corrected. Again the *Dhammapada* says that to begin to advance towards inner and outer perfection, the difficulties start at that same time. The *Mother* says the one should do good action without expecting a result.

> *'One must do as well as one can, the best one can, but without expecting a result, without doing it with a view to the result. Just this attitude, to expect a reward for a good action- to become good because one thinks that this will make life easier- takes away all value from the good action'.*[12]

The *Dhammapada* says that one cannot attain true bliss neither by moral precepts and observances, not by a wide knowledge, nor by practicing meditation, nor by a solitary life, nor by thinking. One can attain it by getting rid of all desires which is very hard. When one is free from all desire, he enters into infinite bliss.

When we take up the Buddhist discipline to learn how to control our thoughts, we make very interesting discoveries. All our self-view is dashed to pieces. We claim we are good. When we look sincerely at ourselves, we see a frightful darkness there, a darkness which *Father Martindale* calls in one of his sermons, 'terrible inadequacy of good'[13] *Sri Aurobindo* rightly observes : "Buddha stands for the conquest over the ignorance of the lower nature"[14]. This brief statement exactly expresses the link between *Buddha* and *Sri Aurobindo's* yoga of transformation. Every wrong attitude has to quit in favour of a true consciousness. The *Mother* takes up the *Dhammapada* as a living text and chooses the passages which will help in the purification of the being.

> *Oppose anger with serenity, evil with good; conquer a miser by generosity and a liar by the truth.*
>
> *Be on your guard against wrath in speech. Control your words, and leaving behind wrong ways of speak in, practice good conduct in speech.*

These are eternal problems on the path of yoga. Some are so practical that one can easily check them. Why does the *Dhammapada* wish man to be kind?

> *The Bhikku should be cordial, kind and polite; thus in the fullness of this joy, he will put an end suffering.*

Kindness is a positive action against suffering. "The digestive functions are extremely sensitive to an attitude that is critical, bitter, full of ill-will, to a sour judgment." The *Mother* and *Sri Aurobindo* knew it very well and the *Mother* calls it a *"vicious circle"*.

> *'The more the digestive function is disturbed,*
> *the more unkind you become, critical,*
> *dissatisfied with life and thoughts and people.*
> *So you can't find any way out. And there is*
> *only one cure: to deliberately drop this*
> *attitude, to absolutely forbid yourself to have*
> *it and to impose upon yourself, by constant*
> *self-control, a deliberate attitude of all-*
> *comprehending kindness. Just try and you will*
> *feel much better'.*[15]

The *Dhammapada* is thus a living text and it is unavoidable for the modern man, who does not know why he falls sick so often. The problem of evil continues to baffle us and the ancient text contains enough clues to our recovery. That is why the *Mother* bows her head to *Buddha:*

> *We are grateful to Buddha for what he has*
> *brought for human progress....*[16]

The *Mother'*s commentaries draw our attention to the science of living, which was hidden in the *Dhammapada*. The *Mother* makes it a living text again.

References

1. S. Shyam, *Sri Aurobindo's Action*, pp. 7-8, Pondicherry, 2002
2. The Mother, *Commentaries on the Dhammapada,* p.9, Pondicherry, 1995.
3. Ibid., p.20
4. Ibid., p.24
5. Ibid., p.38
6. Ibid., p.55
7. Ibid., p.56
8. Ibid., p.74
9. Ibid., p.76
10. Ibid., p.77
11. Ibid., p.83
12. Ibid., p.84
13. Ghosh P.C., *Poetry and Religions as Drama*, p.135, Calcutta. 1974
14. SABCL. Vol.22. p.392.
15. The Mother, op.cit., p.112
16. Ibid., p.118

Women's Empowerment: Reality, Myth and Ideal

Ziaur Rahaman
Assistant Professor, Department of Philosophy

Empowerment of women is one of the most discussed issues since the last few decades, and I think till now this issue attracts our attention more intensively than any time since it got the attention of social reformists and philosophers. In this paper I would like to reflect some light on women's empowerment to find out the inanity, which prevents the women's empowerment movement to be successful and I will try to provide a way out from that predicament from the philosophical perspective.

The notion of Women's Empowerment is a kind of movement, at least in part, against the deprivation of fundamental human rights of women and against gender based violence as well. The movement is rapidly gathering its support, not only in the 'developed' countries, but also in the 'developing' and 'third world's countries' by the help of various international institutions, such as United Nation, United Nation Women, World Bank, World Health Organization etc. Worldwide pathetic and pitiful situation of women and girls as well, compels the conscience of people to speak for them- to assemble the support of the masses for the women's empowerment movement.

Women's empowerment can be defined in various ways- It can be defined to promote women's awareness of self worth, their ability to determine their own choices, their right to influence social changes for themselves and for other's as well. Moreover, we can say that women's empowerment is accepting the viewpoints of women while making decisions, and raising the status of them through education, awareness, training etc. According to Wikipedia '**Women's empowerment** equips and allows women to make life-determining decisions through the different societal problems.' In the history of women's empowerment movement we can recognize three phases, i.e., First phase began with the issue of women's suffrage in the late 19th and early 20th centuries. The second phase, which began in the 1960s, included the sexual revolution and the role of women in the society. And the third phase of it, we can recognize, in the form of Feminism in the 1990s.

Now let us try to apprehend the prime factors which played the pivotal role in the emergence of women's empowerment movement. For me, the foremost important factor, which shaken the conscience of the people, is the horrible situation of girls and women and the miseries they were going through. And obviously, there were socio-cultural, economic and political impulses behind their catastrophic situation. Let's have a glance on the terrible miseries of them-

1) According to the data provided by the United Nation, WHO, and the World Bank, in the 9th March 2021, that 1 in 3 or more than 30% of women have been subjected to physical and/or sexual assault. [1]
2) Globally as many as 38% of all murders of women are committed by their intimate partners. [2]
3) 'Globally 6% of women report having been sexually assaulted by someone other than a partner, although data for non-partner sexual violence are more limited'.[3]
4) Even they are deprived of fundamental human rights- such as freedom from slavery, right to have property, right to participate in the cultural life, and freedom of expression etc. According to International Labour Organization 50 Million people are in modern slavery[4], more than 68% of them are women[5].
5) Worldwide less than 20% of the total land is possessed by women[6]; due to dowry they didn't possess any share in the inheritance property.

The situation, in India, for the girls and women is not better than that of the rest of the world. According to the National Crimes Records Bureau, in India, crimes against women have increased by 87% from 2011 to 2021.[7] And it will increase by 15.3% in 2021 compared to 2020. In West Bengal only 7.5% of Indian women lived while 12.7% of total crimes occur against women in India. Simultaneously, while 7.3% Indian women live in Andhra Pradesh but 11.5% crimes occur there against women. Not only in 'third world' countries, but also in 'developed' countries the position of women pleasing. According to WHO *'Over a quarter of women aged15-49 years who have been in a relationship have been subjected to physical and/or sexual violence by their intimate partner at least once in their lifetime (since age 15). The prevalence estimates of lifetime intimate partner violence range from 20% in the Western Pacific, 22% in high-income countries and Europe and 25% in the WHO Regions of the Americas to 33% in the WHO African region, 31% in the WHO Eastern Mediterranean region, and 33% in the WHO South-East Asia region.'*

Dowry killing, honour killing, witchcraft killing, human trafficking, are very common crimes against women. According to Pew Research Centre, as many as 9 million females are missing from the Indian population in between 200 to 2019[8]. Female foeticide and infanticide is one of the catastrophic and horrible crimes commonly committed against women.

---

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women (9th March 2021)
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_855019/lang--en/index.htm
[5] Females outnumber males as victims of modern slavery in four of the five world regions. They account for 73% of victims in the Asia and Pacific, 71% in Africa, 67% in Europe and Central Asia, and 63 % in the Americas, the UN report states. Hindusthan Times, 12th October 2020, https://www.hindustantimes.com/india-news/one-in-every-130-females-globally-is-living-in-modern-slavery-un-report/story-VAVHGWAg8EMmCszl0YZZgO.html
[6] https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-own-less-than-20-of-the-worlds-land-its-time-to-give-them-equal-property-rights/
[7] 228650 in 2011 and in 2021 it reached 428720.
[8] thewire.in/women/india-missing-girls-sex-ratio-infanticide-pew-analysis The wire, 6th September, 2022

Approximately 4.2 million to 12.1 million has been done in between 1980 to 2010 after they were identified as female. The foetal sex determination and sex selective abortion is now Rs 1000 cr. Industry[9]. Moreover, according to the NCRB data a rape is being committed, in India, in every 20 minutes. It increased by 3% in between 2011-2012 and ***Incest*** rape increased by 46.8% in the period of time.

Steps taken to prevent violence against women

1) In 2019 UN Women, WHO, and 12 other UN and bilateral agencies published RESPECT to prevent crimes against women and to empower women worldwide. The full form of RESPECT is as follows:
   R : Relationship skill strengthening
   E : Empowerment of women
   S : Services ensured
   P : Poverty reduced
   E : Enabling environment
   C : Child and adolescent abuse prevented
   T : Transformed attitudes, beliefs and norms.
2) Since 2003 the world bank has supported 300 million dollars in various development projects and engaged with countries to support various projects, knowledge products etc. To eradicate gender based violence.
3) It is unequivocally recognised, in the World Summit for Social Development, Copenhagen, 1995, that empowering people, especially women, to strengthen their own capacity is the main objective of development.
4) In the World Conference on Human Rights, Vienna, 1993, gave immense emphasis in the full and equal participation of women in political, civil, economic, social, regional and international level and in the eradication of all types of gender based discrimination and violence.
5) In India, the Dowry prohibition Act was enacted on 1st May 1961. And there are very strict laws, like POCSO Act, in the Indian constitution to prevent women from various kinds of gender based violence.
6) To empower women various kinds of schemes are run by the central government and state government, like ***Beti Bachao Beti Padhao, Kanyashree*** etc.

Obstacles in the path of women empowerment

But the matter of concern is that despite all of those above mentioned steps being taken to eradicate the crimes against women, nevertheless instead of empowering women and elimination of crimes against them is increasing day by day. A recognizable enhancement we are noticing is the participation of women in the field of education, politics, economics,

[9] https://www.legalserviceindia.com/legal/article-777-the-evil-of-female-foeticide-in-india-causes-consequences-and-prevention.html

science and technology, but simultaneously, crimes against them are increasing. But why? Where is the problem? Here are my observations-

1) **Poverty :** Poverty is one of the prime reasons for crime. Hence 'Countries with high rates of economic deprivation tend to witness higher crime rates than other countries'[10]. Since people do not have the means to secure a living in the right ways, they invest their time in criminal activities to earn their livings. And for the criminals women are easier targets. And discrimination of wealth is one of foremost responsible causes of poverty. More than 700 million people live in extreme poverty.[11] And 'The global extreme poverty rate reached 9.3 percent, up from 8.4 percent in 2019.'[12] 19% of the total population is living multidimensional poverty only in 111 developing countries[13]. According to the UN 'Each day, 25,000 people, including more than 10,000 children, die from hunger and related causes. Some 854 million people worldwide are estimated to be undernourished, and high food prices may drive another 100 million into poverty and hunger.'[14]

2) **Discrimination in wealth distribution**: The poorest half of the total population of the globe, have only 8.5% of the total wealth of the world, while the richest 10% grab 52% of it[1]. After the Covid-19 pandemic this discrimination increased as unprecedented. According to Oxfam International 'The richest 1 percent grabbed nearly two-thirds of all new wealth worth $42 trillion created since 2020, almost twice as much money as the bottom 99 percent of the world's population earned'[2]. It also mentioned that "The billionaire class is $2.6 trillion richer than before the pandemic,"[3] In India the situation is worse than that of the average discrimination of the globe. Here, in India, 'the top 10% of the Indian population holds 77% of the total national wealth. 73% of the wealth generated in 2017 went to the richest 1%, while 670 million Indians who comprise the poorest half of the population saw only a 1% increase in their wealth.'[4] And professor Himanshu, Jawaharlal University, told, in this context, that "What is particularly worrying in India's case is that economic inequality is being added to a society that is already fractured along the lines of caste, religion, region and gender."[5]

3) **Denial of Justice:** A quote of William E. Gladstone is very well known to us that "Justice delayed is justice denied". Justice is the strength of the society, this is the equipment which motivates people to rely on the governmental system and

[10] https://blog.ipleaders.in/causes-of-crime/#:~:text= Poverty%20is%20one%20of%20the,crime%20rates%20than%20other%20countries.
[11] https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview
[12] Ibid.
[13] Worldvision.org 4th April 2023.
[14] https://www.un.org/en/chronicle/article/losing-25000-hunger-every-day#:~:text=Each%20day%2C%2025%2C000%20people%2C%20including,million%20into%20poverty%20and%20hunger.

encourages them to raise their voices against any kinds of oppressions, crimes, and violence. If any governmental system and judiciary fail to ensure justice to the masses then, neither prevention of crimes nor empowerment of the people, irrespective of gender, is possible. If we only consider reported cases, we will find, according to the NCRB data, that crimes against women increased by 15.3 from the previous year in 2021[6]. Legal Service India, an E-journal, wrote that "According to a report, more than 32,500 rape cases were registered with the police in 2017…Indian courts disposed only about 18,300 cases related to the rape that year, and 127,800 cases were still pending at the end of 2017. In 2017, conviction rate were only 26%."[7] In addition rapists, who gang raped a pregnant lady, are released from the jail, and argument in favour, provided by an MLA, that "They were Brahmins and Brahmins are known to have good *sanskaar*. It might have been someone's ill intention to corner and punish them,"[8]. It has also been seen that ministers are addressing in a rally which is organized in favor of the rapists[9]. In this situation is it really possible to empower women?

4) **Lack of proper representation in the Legislative Assembly:** While half of the population has only 8.5% of the total wealth, most of the political leaders are millionaires. In India where 670 million people or half of the population saw only a 1% increase in their wealth**,** while the average wealth of an MLA in India has swollen more than ten times, from USD 1.3 million in the year 2015 to a massive Rs 13.6 million in 2018[10]. "Professor Chhokar said that for an Indian MP, the average wealth in the year 2004 had stood at USD 280,639. However, the figure has grown to USD 2.9 million in the year 2019.[11]"

5) The struggle of the downtrodden, middle class, and common people as well, to face the situations, to earn a living, to be educated, to do something for the society and the nation is not same as that of the elite upper class on who governs the governments. Without understanding the problem none can solve that. That's why we think this is one of the major stumbling blocks in the path of women empowerment.

6) **Prejudice and blind faith**: This is one of the obstacles in the path of women's empowerment. Due to some prejudice and blind faith women are being deterred from going to schools and colleges for their education. Without proper education even not a single person can be emancipated from darkness of ignorance and subordination as well. Moreover, lack of availability of free and quality education is pulling girls and women from their back. And we think privatization/ commercialization of education will shut the door of education for a large number of people, and hence for women empowerment.

7) **Confusion between equal right and identical right:** 'Equal' and 'Identical' these terms neither have the same sense nor have the same reference, but these two terms are generally used in the same sense while discussing the rights of men and women. It is obvious that women and men constitute the same humanity and therefore, as a human being they have equal status. But as far as naturally they are different, their duties and responsibilities should be different. In a few cases women have supremacy over men and in a few other cases men have supremacy over women. None of them is complete without the other. But at the end both of them are equal and none is superior or inferior to the other. Without having a proper and clear concept of it, women's empowerment is not only impossible, rather it could ruin the family which is the source of power. Hence, that will throw isolated men and women into the 'mouth' of cunning, who want to use them as their slaves.

At the end of our discussion, we can conclude that women empowerment is the need of the hour, demand of the conscience and duty of humanity, but it is not possible unless the eradication of the above mentioned obstacles. Void seminars, discussions, publicity stunts or advertisements would not be helpful to empower women. With unrestricted capitalism, fascist political ideology and consumerist philosophy of life slogan of women empowerment can't bring any positive result except wane.

References

1. https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/03/Global-inequalities-Stanley
2. Oxfam International, 16th January 2023
3. Ibid.
4. https://www.oxfam.org/en/india-extreme-inequality-numbers
5. Quoted from https://www.oxfam.org/en/india-extreme-inequality-numbers
6. https://www.clearias.com/ncrb-report-2021/#:~:text=Recent%20statistics%20show%20that%20crime,incidents%20per%201%20lakh%20population).
7. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-3393-crimes-against-women.html
8. https://www.ndtv.com/india-news/bilkis-banos-rapists-are-brahmins-have-good-sanskar-bjp-mla-3266193 , 18th August 2022
9. https://www.indiatoday.in/india/story/kathua-rape-case-2-bjp-ministers-attend-rally-in-support-of-accused-1181788-2018-03-04 , 4th March 2018
10. ADR, 19th May 2019
11. https://adrindia.org/content/indians-becoming-poorer-wealth-mps-mlas-swells

The Process of assessment and accreditation by NAAC: An Overview

Ms. Aparajita Mukherjee

IQAC Co-Ordinator

As is common knowledge, the Internal Quality Assurance Cell plays a crucial role in the conduction of NAAC (National Assessment and Accreditation Council) in any higher education institution for assessment and the subsequent accreditation. It is a mandatory internal body driven towards ensuring quality enhancement within the organisation and encompasses almost all aspects of the same. However, the primary objective of the IQAC is not only to enhance the quality of education but assure a continuous improvement and consistent development of the college, thereby focusing on the overall institutional performance.

In regard to the assessment and accreditation process by NAAC, the IQAC is responsible for coordinating and guiding the institution in preparing the Self-Study Report (SSR) and ensuring compliance with NAAC's criteria and guidelines. One of the key areas within the purview of the IQAC is to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and challenges of the institution and conduct a self-assessment based on the SSR. Moreover, it encourages, promotes, and implements initiatives, policies and measures to ensure quality enhancement in all aspects of the college such as teaching-learning, research, evaluation, management and other academic as well as administrative activities. Another part of the quality improvement process is to collect feedback from stakeholders (students, faculty, alumni, employers, etc.) through various surveys to gauge their perspectives on the institution's performance.

In addition to the formulation of action plans and policies, the IQAC also monitors their proper implementation. The body also functions to identify and promote best practices in various aspects of the institution, conducts internal quality audits to assess the effectiveness of quality initiatives, analyses the progress made towards achieving the set objectives, maintains records, documents the institution's quality enhancement initiativesand prepares periodic progress reports to be presented to institutional authorities and NAAC from time to time. In other words, the IQAC acts as a liaison between the institution and NAAC, facilitating effective communication and cooperation during the accreditation process. Overall, the IQAC serves as a vital mechanism for fostering a culture of quality consciousness and continuous improvement in higher education institutions, thus contributing significantly to the overall development of the education system in India.

A vital part of the crucial process in the accreditation of higher education institutions is the NAAC Peer Team visit during which a team of experts, known as the Peer Team, visits the institution seeking accreditation. The primary objective of the visit is to assess the institution's overall performance in various domains, such as curriculum planning and execution, teaching-learning, research, infrastructure, governance, student support, social outreach and so on.

The peer team typically comprises academics, administrators, and experts from various fields related to higher education. They review the institution's Self-Study Report (SSR) and other relevant documents, interact with faculty, staff, students, and other stakeholders, and conduct on-site observations to evaluate the institution's strengths, weaknesses, and overall quality.The visit allows the peer team to gather first-hand information about the institution and provide an independent assessment of its performance. Based on their evaluation, the NAAC peer team assigns a grade or accreditation status to the institution, ranging from A++ (highest) to C (lowest).The accreditation granted by NAAC signifies the institution's quality and adherence to specific standards set by the council. It also helps in fostering continuous improvement and enhancing the institution's credibility among students, parents, and other stakeholders.It is important for institutions to prepare thoroughly for the NAAC peer team visit and ensure that they meet the necessary criteria and standards set by the council. The accreditation status is usually valid for a certain number of years, after which the institution may need to go through the process again for re-accreditation.

The Council revises their assessment process from time to time and the present format includes both online and offline modes of assessment. After the submission and acceptance of the IIQA (Institutional Information for Quality Assessment), the institutions receive a time period of 45 days to submit the Self-Study Report after which the NAAC conducts an SSS (Students Satisfaction Survey) to obtain feedback from the students of the institution. This is followed by the DVV (Data Validation and Verification) in which the council asks for valid proof and documentation of all data provided in the SSR. It is only after a successful DVV that the Peer Team visit is scheduled as per the convenience of the educational institution.

Patrasayer Mahavidyalaya is one of the few colleges with Bankura University affiliation that has been able to successfully conduct NAAC (first cycle) in recent times. Under the able leadership of the Principal Dr. Santosh Koner, and the joint efforts of all students, faculty members, non-teaching staff, alumni and other stakeholders, the NAAC Peer Team visited Patrasayer Mahavidyalaya on the 5th& 6th of April, 2023 following which the college has been accredited with Grade 'B' (CGPA 2.38). It is both a proud and historic moment for a rural institution located in the interior village of Patrasayer in the district of Bankura. The very aim of our college has always been to make higher education accessible to the local underprivileged students and the NAAC accreditation is another stepping stone to fulfilling that mission.

The Internal Quality Assurance Cell of Patrasayer Mahavidyalaya thus takes this moment to express gratitude to all its stakeholders for their incessant hard work to become a quality institution of higher education. With such efficient management and teamwork, the institution is set to achieve new heights in the time to come.

The Golden Achievements of the Patrasayer Mahavidyalaya

Oishi Bhattacharjee

Assistant Professor, Department of Philosophy

1. In the Academic year 2022-23 our college has been accredited by NAAC with Grade 'B' (CGPA 2.38).
2. Dr. Ritushree Sengupta, Assistant Professor, Department of English has received the prestigious international Fulbright Fellowship for which she was posted in Indiana University, Bloomington, USA.
3. The college has signed a MOU with Gobinda Prasad Mahavidyalaya, General Degree College in Amarkanan, Gangajalghati Block, Bankura district.
4. The College has signed a MOU with Saltora Netaji Centenary College, General Degree College in Saltora, Bankura district.
5. The College has signed a MOU with Purbasthali College, General Degree College in Parulia, Purba Bardhaman district.
6. The College has signed a MOU with Acharya Sukumar Sen Mahavidyalaya, General Degree College in Gotan, Purba Bardhaman district.
7. The College has signed a MOU with Onda Thana Mahavidyalaya, General Degree College in Murakata, Bankura district.
8. Sk.Monirul Hasan, a student of Philosophy Department has secured the top position in Bankura University.
9. Our students have qualified several government competitive exams.
10. Our institution has made higher education accessible and affordable for all students through various scholarships.
11. Our college students have actively participated in Youth Parliament Competition this year, following the long standing tradition of the senior batches.

A Glimpse of Few College Activities
Annual Social
Magazine Inauguration
Annual Sports
Student Leadership Programme
Educational Tour
Wall Magazine Inauguration
Sapling Plantation

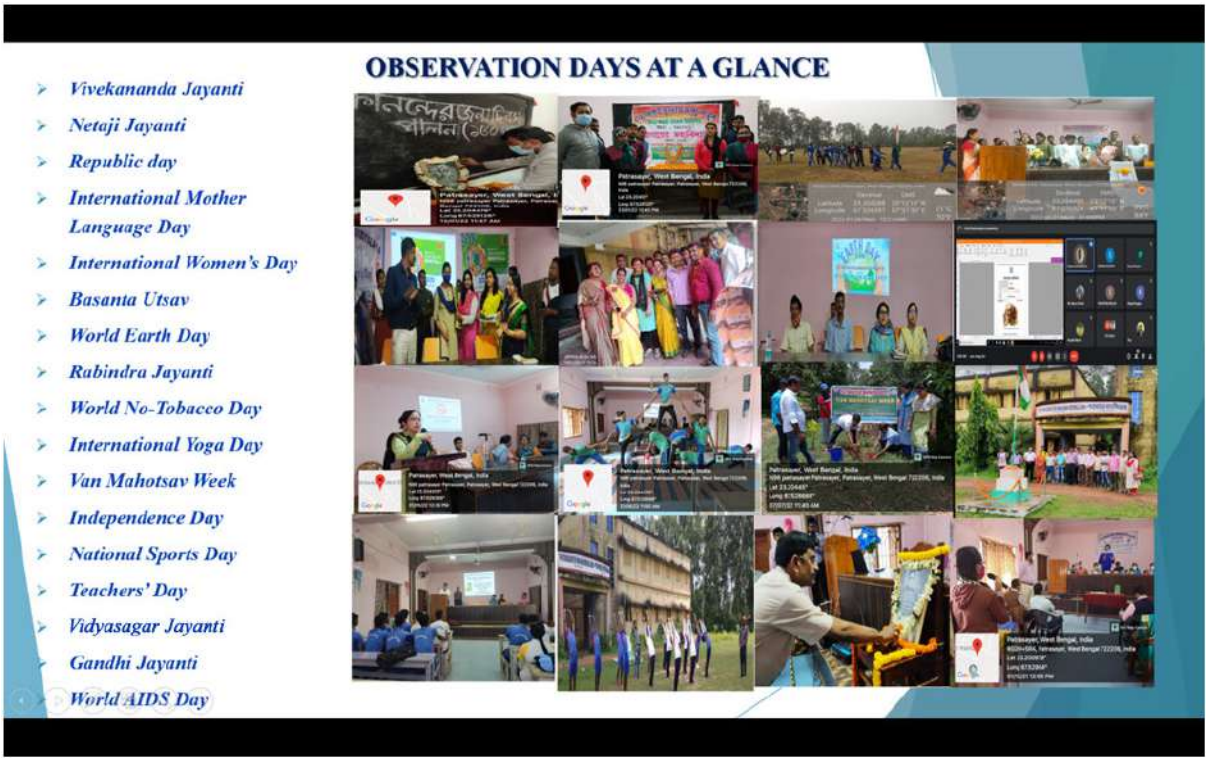
OBSERVATION DAYS AT A GLANCE
Vivekananda Jayanti
Netaji Jayanti
Republic day
International Mother Language Day
International Women's Day
Basanta Utsav
World Earth Day
Rabindra Jayanti
World No-Tobacco Day
International Yoga Day
Van Mahotsav Week
Independence Day
National Sports Day
Teachers' Day
Vidyasagar Jayanti
Gandhi Jayanti
World AIDS Day

চিত্রকলা

সোমাশ্রী দাস-এর কয়েকটি ছবি

ইতিহাস বিভাগ (সেমিস্টার-৬)

সোমাশ্রী দাস

ইতিহাস বিভাগ (সেমিস্টার-৬)

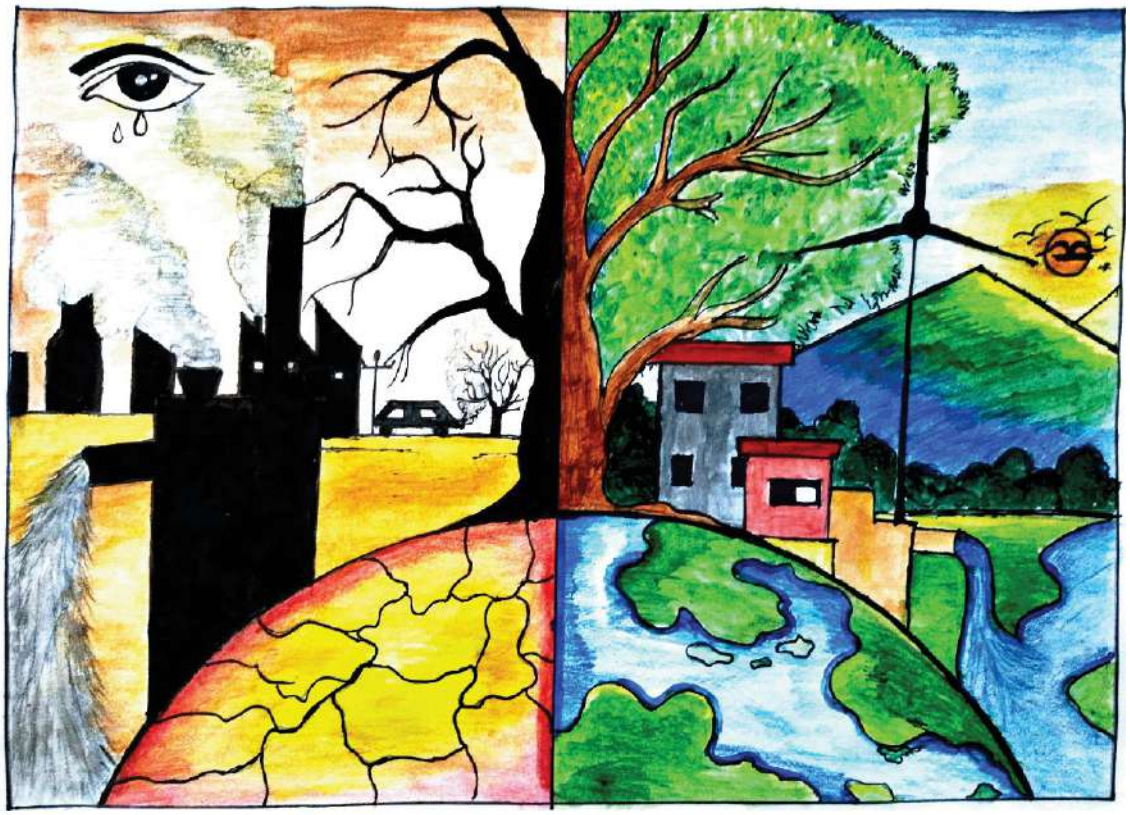

মৌসুমী সিংহ ঠাকুর

সংস্কৃত (অনার্স) (সেমিস্টার-২)

মৌসুমী সিংহ ঠাকুর

সংস্কৃত (অনার্স) (সেমিস্টার-২)

তিয়াসা বাগ

ইংরাজি বিভাগ (সেমেস্টার -২)

GALLERY

Netaji Jayanti

Matri Bhasha Divas

International Women's Day

Basanta Utsav

Wall Magazine Inauguration

'Anirban' Magazine Inauguration

Students' Awareness Programmes

Annual Sports

Educational Tours

Annual Social & Freshers' Welcome

Staff Picnic

Cultural Programme

NAAC Peer Team Visit

COLLABORATIONS WITH OTHER INSTITUTIONS

MoU with Gobinda Prasad Mahavidyalaya, Amarkanan, Bankura

NAAC Workshop at Akui Kamalabala Women's College, Akui, Bankura

MoU with Purbasthali College, Purbasthali, Purba Bardhaman

MoU with Acharya Sukumar Sen Mahavidyalaya, Gotan, Purba Bardhaman

MoU with Saltora Netaji Centenary College, Saltora, Bankura

MoU with Onda Thana Mahavidyalaya, Onda, Bankura